উপজেলা পরিষদ কার্যালয়
সোনাতলা, বগুড়া

মে- ২০২২ মাসের উপজেলা পরিষদের মাসিক সভার কার্যবিবরণী ঃ অধিবেশনঃ ০৪

সভাপতি ঃ জনাব মোঃ মিনহাদুজ্জামান লীটন
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সোনাতলা, বগুড়া।
স্থান ঃ উপজেলা পরিষদ মিলেনিয়াম হল।
তারিখ ঃ ২৬ মে ২০২২ খ্রি.
সময় ঃ বেলা- ১১.০০ ঘটিকা
সভার উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট "ক"

সভায় উপস্থিত সকলকে সভাপতি মহোদয় ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনাতলা,বগুড়াকে সভা পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানান। উপজেলা নির্বাহী অফিসার গত সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনান। অতঃপর কোন সংশোধনী না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর সভায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিভাগওয়ারী আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়। উক্ত সভায় চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সোনাতলা, বগুড়া অনুপস্থিত থাকায় ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জাকির হোসন সভাপতিত্ব করেন।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
০১	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ অফিস ঃ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা সভায় জানান যে, মে/২০২২ মাসে অন্তঃ বিভাগে ভর্তি রোগীর সংখ্যা-৩২৩ জন এবং ৯০ জন গর্ভবর্তী মার এর মধ্যে ৩৬ জনকে স্বাভাবিক প্রসব (নরমাল ডেলিভেরী) এবং মে/২০২২ মাসে ১১ জনকে ইসিজি করানো হয়েছে। মে/২০২২ মাসে জরুরী বিভাগে চিকিৎসা সেবা প্রদানকৃত রোগীর সংখ্যা-৪২৫ জন, বর্হি বিভাগে চিকিৎসা সেবা প্রদানকৃত রোগীর সংখ্যা- ৩৯৮৮ জন এবং এই মাসে ৯০ জন মাকে এএনসি এবং ৫০ জন মাকে পিএনসি সেবা প্রদান করা হয়েছে। অত্র স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ইপিআই কার্যক্রম নিয়মিত ভাবে চলছে এ্র কার্যক্রমের মাধ্যমে ০-১১ মাস বয়সী সকল শিশুকে ১০টি রোগের টিকা দেওয়া হচ্ছে এবং ১৫-১৮ মাস বয়সী সকল শিশুকে হামের ২য় ডোজ টিকা এবং ১৫-৪৯ বৎসর বয়সী সকল মহিলাকে ৫ ডোজ টিটি টিকা দেওয়া হচ্ছে। টিটি টিকা প্রাপ্ত মোট গর্ভবতী মহিলা- ১২১ জন ও সাধারণ মহিলা- ৭৫৪ জন। বিসিজি টিকা প্রাপ্ত মোট শিশু-৪১৩ জন পেন্টা ১,২,৩ ডোজ প্রাপ্ত মোট শিশুর সংখ্যা= ১২০০ জন। এম আর প্রথম ডোজ টিকা প্রাপ্ত মোট শিশুর সংখ্যা = ১২০০ জন। এম আর ২য় ডোজ টিকা প্রাপ্ত মোট শিশুর সংখ্যা= ৩৭৬ জন। পিভিসি ১+২+৩ ডোজ প্রাপ্ত মোট শিশু- ১২০০ জন। ওপিভি পিসিভি ১+২+৩ ডোজ টিকা প্রাপ্ত মোট শিশুর সংখ্যা ১২০০ জন। যক্ষ্মা নতুন সনাক্তকৃত রোগীর সংখ্যা পুরুষ-২১ জন, মহিলা-১১ জন মোট-৩২ জন। চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা পুরুষ-১১০ জন, মহিলা-৭০ জন মোট-১৮০ জন। কুষ্ঠা নতুন সনাক্তকৃত রোগীর সংখ্যা পুরুষ-০ জন, মহিলা-১ মোট-১। চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা পুরুষ-০২ জন, মহিলা-০২ জন মোট-০৪ জন। এক্স-রে মেশিন ও আলট্রাসনোগ্রাফী মেশিন সচল আছে। ২৬টি সিসিতে পুরুষ রোগীর সংখ্যা- ৪৯৭০ জন, মহিলা রোগীর সংখ্যা- ৯৯৩৯ জন, শিশু রোগীর সংখ্যা- ৯৩৯ জনকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে এবং সর্বমোট রোগীর সংখ্যা-১৬০৪৯ জন। কমিউনিটি ক্লিনিক হইতে উচ্চতর স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে রেফারকৃত রোগীর সংখ্যা-১৩০ জন, প্রসূতি রোগী-৭১ জন। এছাড়া অফিসের অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে।	আগত রোগীদের মাঝে প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করতে হবে এবং সিসিগুলোতে পরিদর্শন কার্যক্রম বাড়াতে হবে।	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা সোনাতলা, বগুড়া।
০২	**উপজেলা কৃষি অফিস ঃ** সভায় উপজেলা কৃষি অফিসার জানান যে, কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ফসলের ১০০ জন কৃষকের বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে। বীজ ও সার প্রাপ্তি সাপেক্ষে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খামার যান্ত্রিকরণ প্রকল্পের আওতায় ভুর্তকিমূল্য ০৫ টি কম্বাইন হারভেস্টার এর মধ্যে ০৩ টি কম্বাইন হারভেস্টার বিতরণ হয়েছে। রবি মৌসুমে বোরো ধান কর্তৃন শুরু হয়েছে। উফশী কর্তৃন হয়েছে ৯৫০০ হেক্টর, ফলন হেক্টর প্রতি ৩.৬৪ মেঃ টন এবং স্থানীয় কর্তৃন হয়েছে ১২০ হেক্টর,ফলন হেক্টর প্রতি ১.৯০১ মেঃ টন। বোরো কর্তৃন চলছে। খরিপ-১ মৌসুমে আউশ বীজতলা চুড়ান্ত হয়েছে হাইব্রীড ১৭ হেক্টর, উফশী ৫০ হেক্টর। আউশ াবাদ হয়েছে ০৩ হেক্টর। পাট আবাদ হয়েছে দেশী ২০ হেক্টর, তোষা -১৬৫০ হেক্টর,মরিচ ২০ হেক্টর,পেঁপে ১৫ হেক্টর,কলা ২২ হেক্টর,কাউন ১০ হেক্টর, তিল ০৬ হেক্টর,আদা ০৮ হেক্টর,হলুদ ২২ হেক্টর, বাঙ্গী ০১ হেক্টর, আখ ১৩ হেক্টর, এবং শাকসবজী আবাদ হয়েছে ১৮০ হেক্টর। বপন রোপন কাজ চলছে। বর্তমান মৌসুমে সার ও ডিজেলের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে কোন সংকট নেই। দাপ্তরিক অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে।	ফসলের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ি ফসল উৎপাদনে সকলকে মনোযোগী হয়ে কাজ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, সোনাতলা, বগুড়া।
০৩	**উপজেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগঃ** উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সভায় জানান, অত্র উপজেলায় ক্ষুরা রোগ, বাদলা বা গলা ফুলার মত কোন সংক্রামন রোগের তথ্য নেই। খামার মালিকদের সবুজ ঘাস (নেপিয়ার, ভুট্রা) চাষে উৎসাহিত ও সচেতন করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে জনবল কম তাই কোথাও কোন রোগের প্রার্দুভাব নজরে		১। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সোনাতলা, বগুড়া।